ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের যাত্রা শুরু

মেহেরপুরে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোৎসবের যাত্রা শুরু হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শারদীয় দুর্গোৎসবের উদ্ধোধন করা হয়।

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সভাপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের কোষাধ্যক্ষ শেখর দে ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুভাষ রায়।

আলমডাঙ্গার সকল পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে রাসেল

আলমডাঙ্গা পৌর সভার ঐতিহ্যবাহী রথতলা দূর্গামন্দির সহ পৌর সভার সকল পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলাম ক্ষমতায় আসলে সকল ধর্মের মানুষ সমানভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব নির্বিঘ্নে উৎযাপন করতে পারবে। পৃথিবীতে ইসলাম একমাত্র ধর্ম যেখানে সকল শ্রেণির মানুষ সমান ভাবে সকলের ধর্ম পালন করতে পারে। সংখ্যালঘু হিন্দু সনাতনীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আপনাদের পাশে থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আইন আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুসসালাম, যুব বিভাগের সম্পাদক নূর মোহাম্মদ টিপু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব আজ ষষ্ঠী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে। গতকাল শনিবার মণ্ডপে-মন্দিরে পঞ্চমীতে সায়ংকালে তথা সন্ধ্যায় বোধনের মাধ্যমেই দক্ষিণায়নের নিদ্রিত দেবী দুর্গার নিদ্রা ভাঙার জন্য বন্দনাপূজা করা হয়। আজ রবিবার মহাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তের ভক্তি, নিষ্ঠা ও পূজার আনুষ্ঠানিকতায় মাতৃরূপে দেবী দুর্গা অধিষ্ঠিত হবেন মণ্ডপে মণ্ডপে।

দেবী দুর্গার আগমনে উচ্ছ্বসিত ভক্তকুল। সারা দেশে চলছে উৎসবের আমেজ। এরই মধ্যে সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপে পূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
পুরাণ মতে, রাজা সুরথ প্রথম দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন।

বসন্তকালে তিনি এই পূজা আয়োজন করেছিলেন বলে এ পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কিন্তু রাজা রাবনের হাত থেকে স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তাই শরৎকালের এই পূজাকে অকালবোধনও বলা হয়।

বোধন দুর্গাপূজার অন্যতম আচার।
বোধন শব্দের অর্থ জাগরণ বা চৈতন্যপ্রাপ্ত। পূজা শুরুর আগে সন্ধ্যায় বেলশাখায় দেবীর বোধন দুর্গাপূজার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। শরৎকালের দুর্গাপূজায় এই বোধন করার বিধান রয়েছে। বাঙালির হৃদয়ে শরৎকালের দুর্গার অধিষ্ঠান কন্যারূপে। প্রতিবছর বিভিন্ন বাহনে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি কৈলাস থেকে কন্যারূপে দেবী মর্ত্যলোকে আসেন বাপের বাড়ি বেড়াতে।
তাই দেবীকে বরণে আয়োজনের কমতি থাকে না।
সনাতন বিশ্বাস ও পঞ্জিকা মতে, জগতের মঙ্গল কামনায় পূজার মাধ্যমে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে মর্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবার মা দুর্গা গজে (হাতি) চড়ে স্বর্গালোক থেকে মর্ত্যলোকে আসবেন (আগমন); যার ফল হিসেবে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হয়ে উঠবে। দেবী স্বর্গালোকে বিদায় (গমন) নেবেন দোলায় (পালকি) চড়ে; যার ফল হচ্ছে মড়ক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ ও মহামারির প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে। এরই মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী পূজার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর কালের কণ্ঠকে জানান, গত ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার মধ্য দিয়ে পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। ঢাকা মহানগরে এবার ২৫৯টি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছর ঢাকা মহানগরে ২৫২টি পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সে হিসাবে মহানগরে সাতটি পূজা বেড়েছে। সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছর ৩১ হাজার ৪৬১টি পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সরকারের নির্দেশনায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিটি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি, র্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। পুলিশ ও র্যাবের পাশাপাশি প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন সেনাপ্রধান। ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গনে মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা যায়, রাজধানীর মন্দিরে মন্দিরে এখন চলছে দেবী প্রতিমার রং করার কাজ। কাদামাটির প্রলেপের ওপর রংতুলির আঁচড়ে দশভুজা দেবী ষষ্ঠীর দিন পাবেন জীবন্ত রূপ। দেবী সেজে উঠবেন অপরূপ সাজে। শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মঙ্গলসংগীতে দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেবে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্তরা। শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে রাজধানীর পূজামণ্ডপগুলো সাজাতে চলছে

তোড়জোড়। রং-বেরঙের ফেস্টুন, ব্যানার আর বর্ণিল তোরণ নির্মাণে পূজা কমিটির সদস্যদের ব্যস্ততারও কমতি নেই। আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নানা আয়োজন সম্পন্নের কাজ চলছে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ওপরই তৈরি করা হচ্ছে মণ্ডপ।

আগামীকাল সোমবার মহাসপ্তমী, মঙ্গলবার মহাষ্টমী, বুধবার মহানবমী ও বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী পূজা। দশমীর দিনে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

মেহেরপুরের মন্দির পরিদর্শন করলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি পিরোজপুর, বারাদী ও আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মন্দিরের নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ সার্বিক বিষয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। নির্বাহী অফিসার বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম

মওলা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দর্শনার কেরু’জ মন্দির পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি বলেন, “আমরা চাই সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গতবারের মতো এবারও দুর্গোৎসব সম্পন্ন হোক। আমাদের আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ প্রশাসনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।”

তিনি পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয়দের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার পাশাপাশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, কেরু’জ মন্দিরের সভাপতি এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার দুর্গাপূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন এসপি

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজাকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপ আকস্মিক পরিদর্শন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা।

পুলিশ সুপার মণ্ডপগুলোতে উপস্থিত পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য, ভক্ত ও স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, এটি বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসব। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের

অংশগ্রহণ আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরে। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে কেউ যাতে না পারে, সেদিকে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।”

তিনি আরও জানান, আলমডাঙ্গা থানার প্রতিটি পূজা মণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকবে, পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে আনসার ও গ্রাম পুলিশদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, মেটাল ডিটেক্টর এবং টহল টিম। জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে প্রতিটি মণ্ডপকে সংযুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দকে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান এবং দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, “সকলের সহযোগিতায় দুর্গাপূজা আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।” এই আকস্মিক পরিদর্শনে আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম, পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) বিকাশ চন্দ্র সরকার, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন।

জানা গেছে, এ বছর আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোট ৩৫ টি দুর্গাপূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১২টি মণ্ডপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুলিশ ও আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ সুপারের আকস্মিক এ পরিদর্শনে পূজা উদ্যাপন কমিটি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তারা মনে করছেন, প্রশাসনের এ ধরণের তৎপরতা দুর্গোৎসবকে আরও নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশে পরিণত করবে।

শৈলকুপায় দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মনজের বিশ্বাস নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে ফুলহরি হরিতলা সর্বজনীন পুজা মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া দৃশ্যে দেখা যায়, এলাকার মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মনজের আলী মন্দিরে প্রবেশ করে। একে একে মূর্তিগুলোর মাথা ভেঙে সরিয়ে দিচ্ছেন এবং পানিতে চুবাচ্ছে।

এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার বিশ্বাস বলেন, রাত ৪ টা পর্যন্ত আমাদের লোকজন এখানে পাহারায় ছিলো। এরপর মনজের বিশ্বাস এই কাজটি করেছে। সে অসুর, কার্তিক, স্বরস্বতিসহ ৬ টি প্রতিমার মাথা ভেঙেছে। সকাল ৯ টার সময় আমরা এসে দেখতে পাই যে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপশ বিশ্বাস বলেন, মনজের বিশ্বাস কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধী। যেখানে পুজা হয় সে সেখানে যায়। আমাদের এই মন্দিরেও সে আসে। আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া করে। এখন এই ভাঙচুর তার মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন (তদন্ত) অনুপ দাস, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউপি (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার, সঞ্জয় হালদার, শোভন দাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার ২১ টি পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

এবার উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের মধ্যে ২১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপন হবে।

মেহেরপুরে পুরোদমে চলছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির ব্যস্ততা। প্রায় সব মণ্ডপে

শহরের শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির এবং শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির প্রাঙ্গণেও আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী রবিবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দিরের প্রতিমাশিল্পী শংকর বলেন, আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমরা প্রতিমা শিল্পীরা ব্যস্ত সময় পার করছি। ২৮ তারিখে আমাদের পূজা শুরু হবে। সেজন্য রঙের কাজ নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এবং আমাদের তিন-চারটা মূর্তি আছে, দিনরাত পরিশ্রম করে রঙের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি, সেজন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করছি।

প্রতিমাশিল্পী দীপঙ্কর বলেন, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই রঙের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রঙের কাজ করতে এখনো আমাদের দুই দিন মতো সময় লাগবে। ভারত থেকে এসে কাজ করে ভালোই লাগছে।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য ভাস্কর হালদার বলেন, আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। কিছুদিন পরেই আমাদের রঙের কাজ শুরু হবে। তারপরে আলোকসজ্জা এবং প্রশাসনিক সমস্ত কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। পূজা উপলক্ষে মণ্ডপগুলোকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের প্রস্তুতিও চলছে এবং পূজার দিনগুলোতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পূজা আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের দুর্গাপূজায় প্রতিমার শৈল্পিক কারুকাজ, মণ্ডপের সৌন্দর্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে মণ্ডপে গিয়ে পূজা উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য সার্বিক কাজ শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পূজা উপলক্ষে আনসার ভিডিপি বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিসি/এপিসি আনসার ভিডিপি সদস্য বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আনসার ভিডিপি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক মাজিদুল হক, প্রশিক্ষিকা রওশন আরা খাতুন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কোম্পানি কমান্ডার মুক্তার হোসেন।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছি। যাচাই শেষে যারা নিয়মের মধ্যে পড়বেন তাদের তালিকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের সুস্থ ও সুঠামদেহী হতে হবে এবং আনসার ভিডিপির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি তারা অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। মণ্ডপে যাতে শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, এজন্য নির্বাচিত সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।”